তারিখ ...... 9 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ .....

চবি হলে 'অস্ত্রের ডিপো' প্রশাসন কী করছে?

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো 'অস্ত্রের ডিপো' হিসেবে আখ্যা পাওয়ার বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অবাক হওয়ার অবকাশ নেই। মাঝে মধ্যেই ওই ক্যাম্পাসে যেভাবে দেশীয় ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মহড়া চলে, কাছে-পিঠে 'অস্ত্রাগার' ছাড়া তা কীভাবে সম্ভব? বরং বৃহস্পতিবার রাতে ছয়টি হলে তল্লাশি চালিয়ে শুধু রামদা ও লোহার রড উদ্ধারের খবরেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বিভিন্ন সময়ে দলীয় বা উপদলীয় সংঘর্ষে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো গেল কোথায়? সোমবার সমকালে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনসূত্রে অবশ্য জানা যাচ্ছে, গত দুই বছরে পরিচালিত ছয়টি অভিযানে চার শতাধিক রামদা ছাড়াও এলজি, রিভলবার, পাইপগান, পেট্রোল বোমার মতো মারণাস্ত্রও মিলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের দখলে এসব অস্ত্র পাওয়া গেছে, তারা কি আইনের আওতায় এসেছে? সমকালের প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, মাঝে মধ্যে আটক হলেও তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছে। অস্বীকার করা যাবে না, অনেকক্ষেত্রে হলের নেতা ও ক্যাডাররা নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে জোর করে অস্ত্র রাখতে দেয়। তল্লাশি ও আইনি প্রক্রিয়া অনেকক্ষেত্রে তাদের জন্য বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে নিরীহ শিক্ষার্থীরা যাতে হয়রানির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। হলে হলে অস্ত্রের এমন মজুদ ও ক্যাম্পাসে তা ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, প্রশাসন কী করছে? আমরা দেখছি, ক্যাম্পাসের ৩২টি পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সিসি ক্যামেরা দিয়ে অস্ত্রের অনুপ্রবেশ বা পরিবহন নিয়ন্ত্রণ সত্যিই অবাস্তব। কেউ কি অস্ত্র দেখিয়ে পরিবহন করবে? আমরা মনে করি, দফায় দফায় অভিযানের বদলে এসব অস্ত্র সরবরাহ ও ব্যবহারকারী এবং নির্দেশদাতাদের শাস্তি দেওয়া জরুরি। তাতে করে পুনরাবৃত্তি রোধ সম্ভব হবে। একই সঙ্গে প্রশাসন ছাড়াও ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলো সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান নিলে ছাত্রাবাস থেকে অস্ত্রের ঝনঝনানি দূর করা মোটেও কঠিন নয়। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠনটিই উপদলীয় কোন্দলে জড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অস্ত্রের মহড়া ও ব্যবহার দেখিয়ে চলছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
এনালিস্ট
ম্যানেজার
কর্মকর্তা
স্বাক্ষর